ইত্তেফাক ১৯।

তারিখ ১৩।২।৮২
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

089

যাহারা বাদ পড়িলেন—

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রেসিডেন্ট সাত্তার গত ২৭শে নভেম্বর ৪২ সদস্যের মন্ত্রী পরিষদ গঠন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত মন্ত্রী পরিষদে প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, ২১ জন মন্ত্রী, ১৫ জন প্রতিমন্ত্রী ও ৪ জন উপমন্ত্রীসহ মোট ৪২ জন সদস্য ছিলেন। তখন নবাগত মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৯ জন। ৬৭ দিন পর গত বৃহস্পতিবার রাত্রে প্রেসিডেন্ট সাত্তার ঐ মন্ত্রী পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেন এবং গতকাল (শুক্রবার) ১৮ সদস্যের নূতন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। নূতন মন্ত্রী পরিষদে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

যাহারা বাদ পড়িলেন

(১ম পৃঃ পর)

কোন পদ নাই। প্রধানমন্ত্রী, ৯ জন মন্ত্রী ও ৮ জন প্রতিমন্ত্রী লইয়া গঠিত এই মন্ত্রী পরিষদে দুইজন নবাগত, তাঁহারা হইলেন প্রতিমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফয়জুল হক ও প্রতিমন্ত্রী কর্ণেল (অবঃ) ওলি আহমদ। গত ২৭শে নভেম্বরে গঠিত মন্ত্রী পরিষদের নবাগত ৯ জনের মধ্যে ৭ জন গতকাল বাদ পড়িয়াছেন। তাঁহারা হইলেন জনাব আবুল হাসনাত, জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস, প্রতিমন্ত্রী মওলানা আবদুল মান্নান, জনাব আবদুল মান্নান শিকদার, প্রতিমন্ত্রী জনাব নূর মোহাম্মদ খান, জনাব রুহুল আমিন হাওলাদার এবং বেগম তসলিমা আবেদ।

মরহুম জিয়াউর রহমানের আমল হইতে যাঁহারা মন্ত্রিত্বে বহাল ছিলেন এবং গত বৃহস্পতিবার বাদ পড়িয়াছেন তাঁহারা হইলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জামাল উদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান, জনাব আবদুল মোমেন খান, মেজর জেনারেল (অবঃ) মাজেদুল হক, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী আনোয়ারুল হক, জনাব আব্দুল আলীম, জনাব আব্দুর রহমান, জনাব এমরান আলী সরকার, জনাব রিয়াজ উদ্দীন আহমদ, জনাব আবুল কাশেম, জনাব এল কে সিদ্দিকী।

প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে বাদ পড়িলেন জনাব আবদুল বাতেন, জনাব আবদুস সালাম তালুকদার, জনাব জমির উদ্দিন সরকার, মেজর (অবঃ) ইকবাল হোসেন চৌধুরী, লেঃ কর্ণেল (অবঃ) জাফর ইমাম, ডাঃ আফতাবুজ্জামান এবং উপমন্ত্রী জনাব রুহুল আমিন হাওলাদার ও অধ্যাপক আবদুস সালাম।

বিদায়ী মন্ত্রী পরিষদের উপমন্ত্রী সৈয়দ মনজুর হোসেন এবং বেগম কামরুন্নাহার জাফর নূতন মন্ত্রী পরিষদে প্রতিমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছেন।